কেমন আছে অষ্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীরা?

এ, কে, এম, ফারুক

স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে এদেশে পড়াশুনা করতে এসেছেন যারা, তাদের সংখ্যা সঠিক জানা নেই আমার, তবে সেটা যে অনেক বড় তা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, মেলায়, ট্রেনে-বাসে, রাস্তা-ঘাটে এবং বাসা-খুঁজে-বেড়ানোদের ভিড় দেখলেই বোঝা যায়। এই প্রবাসী ছাত্রের দলের গায়ে আমরা বাংলাদেশের মাটি-মানুষের টাটকা গন্ধ পাই । এরা আমাদের কমিনিটির বিভিন্ন সামাজিক, সাংগঠনিক ও স্বাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণ করছে। এদের অনেকেই তাদের প্রতিভা ও পারদর্শিতা দিয়ে আমাদের স্বাংস্কৃতিক ও খেলাধুলার অংগনকে উজ্জ্বল, বেগবান ও প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর করছে।

এদের অনেকেই যথেষ্ট কাঠ-খড় পুড়িয়ে, ধার-দেনা করে স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে এদেশে এসেছেন। পড়াশুনা শেষ করে কারও কারও এদেশেই থেকে যাবার ইচ্ছা। ফলে অনিচ্ছা সত্বেও অনেকেই এমন সব বিষয়ে পড়াশুনা করেন যাতে পি, আর, পেতে সুবিধা হয়। এরা অনেকেই গাদাগাদি করে একই রুমে ২-৩ জন করে বাসা ভাড়া নিয়ে থাকছেন। এদের টিউশন ফী, বাসা ভাড়া, প্রাইভেট হেল্‌থ্‌ ইনসিউরেন্স, দেশ থেকে আনা ধার পরিশোধ, যাতায়ত ভাড়া ইত্যাদিসহ দৈনন্দিন খরচ মেটাতে বেশ মোটা অংকের টাকা গুনতে হয়। খুব কম সংখ্যককেরই দেশ থেকে বাবা-মা বা আত্মীয়-স্বজনের পাঠানো টাকায় এতসব খরচ মেটানোর সামর্থ আছে। ফলে অনেকেই এদেশের নিয়মানুযায়ী সপ্তাহে ২০ ঘন্টা করে কাজ করেন। এদের দু'একজনের সাথে আলাপ করে জানা গেছে, অনেকে কাজ করেন বিভিন্ন দোকানে, হোটেল-রেস্টুরেন্টে, ক্লিনিং ঠিকাদারের অধীনে। অনেকক্ষেত্রেই মালিক বাংলাদেশী, ইন্ডিয়ান, পাকিস্তানী বা ফিজিয়ান। জানা যায়, সবাই নন, কিছু কিছু মালিক সময়মত পাওনা টাকা পরিশোধ করেন না, নানান টালবাহানা করে প্রতিশ্রুতির উপর ঝুলিয়ে রাখেন। এমনও শোনা যায় যে অনেককেই ২০০-৪০০ ডলার বাকী রেখে কাজ থেকে ছাটাই বা কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য করা হয়েছে। পরবর্তীতে সে ডলার পরিশোধও করা হয়নি। দুঃখ হয়, এক পক্ষ হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করছে প্রাণের দায়ে, আর অন্য পক্ষ জাতভাই বা প্রতিবেশী হয়েও এদের ঠকাচ্ছে পয়সা বাড়ানোর ধান্ধায়। এভাবে বঞ্চিত হয়ে মানসিকভাবে এরা কিছুটা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করবো, আমাদের সন্তান বা ভাইরোনতুল্য এইসব ছাত্রছাত্রীদের ঠকানোর প্রবনতা থেকে সংশ্লিষ্ঠরা বিরত থাকুন। আপনার হাত ধরে "জীবনের অথই নদী" যদি তারা পার হতে পারে তবে ক্ষতি কি? নাই বা হলেন একটু খানি বড়লোক। কমিনিটির বিজ্ঞ ব্যক্তিরা এ ব্যাপারে এগিয়ে আসবেন আশা করছি।